

ইন্টারনেট আসক্তি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অনীহা বাড়ছে হতাশা

মাহমুদ হাসান নয়ন

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রযুক্তির অপব্যবহার বাড়ছে। অতিমাত্রায় ইন্টারনেট আসক্তিতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অনীহা ও হতাশা বাড়ছে। প্রযুক্তি এ সুযোগ ব্যবহারে উপযুক্ত দিকনির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের অভাবে তারা জড়িয়ে পড়ছে নানা অনৈতিক কর্মকাণ্ডে। এতে যেনন তাদের ঘটায় পর ঘটায় সময় নষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে পারিবারিক বন্ধন ভুলে আত্মকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হচ্ছে। এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় পেছনে অন্যান্য কারণে সঙ্গে ফেসবুক আসক্তি। পারিবারিকভাবে বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে ছেলেমেয়ের অনীহা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

অনীহা : শিক্ষার্থীদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে বাবা-মায়ের দূরত্ব, অভিভাবকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অপার্যাপ্ততা, শিক্ষার্থীদের যৌনতাবিষয়ক কৌতূহল, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণের অভাব এবং পাঠদান পদ্ধতির দুর্বলতাই এ ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার মূল কারণ।

অনুসন্ধান দেখা যায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (বিশেষ করে ফেসবুকে) অতিরিক্ত সময় ব্যয় করছে ভুল-ফলেদের শিক্ষার্থীরা। যৌনতাবিষয়ক বিভিন্ন সাইটে প্রবেশ, নিষিদ্ধ দৃশ্যে ভুবে থাকার লোভে বয়ঃসন্ধিকালীন শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ সময় ইন্টারনেটে পার করে থাকে। ইন্টারনেটে শিক্ষামূলক কোনো বিষয়ের চেয়ে তাদের আগ্রহ আপত্তিকর নানা দৃশ্য। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষামূলক সাইট দেখার নামে সার্চ দিয়ে আপত্তিকর দৃশ্যের সন্ধান পেয়ে কৌতূহলবশত তারা সেখানে প্রবেশ করছে। একবার দেখে লোভে পড়ে বারবার যাচ্ছে এ ধরনের সাইটে। এভাবে শুরুতে নিজের অজান্তে নষ্ট করছে ঘটায় পর ঘটায়। এরপর বুঝেও নে শ্যায় পড়ে নষ্ট করছে পড়ার সময়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। বাবা-মা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব জগৎ তৈরির চেষ্টা করে। যেখানে কারও 'অনুপ্রবেশ' তাদের কাম্য নয়। এ বয়সে ছেলেমেয়েদের মনে অজানাকে জানার কৌতূহল বাসা বাঁধে। জানতে গিয়ে নতুন নতুন জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে। ফলে কখনও সঠিক, কখনও ভুল পথে গিয়ে তারা বিপদগ্রামী হয়ে ওঠে। ভার্চুয়াল জগতের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বাবা-মায়ের সঙ্গে সময় কাটানো। নানা বিষয় গোপন করার চেষ্টা করে। একাকিত্বের কারণে একসময় আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন। সমস্যার সৃষ্টি এ জায়গা থেকে।

বিগত দশ বছরের রেকর্ড বিশ্লেষণে দেখা যায়, ধারাবাহিকভাবে গ্রাম-শহর সর্বত্রই ইন্টারনেট ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। ফলে তরুণ প্রজন্মের ফেসবুক, ক্লাইপি, টুইটার, ভাইবারসহ নানা মাধ্যমে বন্ধনমূলক তৈরি হচ্ছে। এতে অন্যদের সামনে নিজেকে বড় করে উপস্থাপনের প্রবণতা বাড়ছে। বন্ধু তালিকা, ফলোয়ার সংখ্যা এবং লাইক-কমেন্ট সংখ্যা বৃদ্ধি করে তারা আত্মতৃপ্তিতে ভুগছেন। এসব মাধ্যমে নিজেকে 'সেলিব্রিটি' বানানোর এক কৃত্রিম প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। তারা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ তাত্পরিকভাবে ফেসবুকে প্রকাশ করছেন এবং অন্যদের প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ফলে দিনের বড় একটি সময় চলে যাচ্ছে এ মাধ্যমগুলোতে। এসব কারণে একসময় তারা ফেসবুকের কারণে সৃষ্ট নতুন মানসিক রোগ/সমস্যা সূত্রে (SUA) আক্রান্ত হচ্ছেন।

এছাড়া বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যারায়কভাবে যৌনবিষয়ক কৌতূহল জাগে। এ সময়টাতে তারা পর্নোগ্রাফি, যৌনবিষয়ক ছবি, গল্পসহ নানা বিষয়ে জানতে ও দেখতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ইন্টারনেটের সুবাদে মুঠোফোন কিংবা পিসিতে অতি সহজেই তারা এসব বিষয় পেয়ে যাচ্ছে। ফলে ইন্টারনেটে এ ধরনের বিভিন্ন সাইটে প্রবেশ করে তারা পড়াশোনা ও চিন্তাবিনোদনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলো নষ্ট করছে।

বিশেষজ্ঞরা জানান, এসব বিষয়ে আসক্তদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে। অনেকে

হতাশাগ্রস্ত হয়ে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, মনে বিষগততা বাসা বাঁধে, কথায় কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে, হতাশা দূর করতে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়িয়ে দেয়। একসময় জড়িয়ে পড়ে বড় ধরনের অনৈতিক ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। সরে যায় পড়াশোনার জগত থেকে। বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে ওঠে। অভিভাবকদের করণীয় : বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইন্টারনেট আসক্তি রোধে প্রধান ভূমিকা পালন করবে পরিবার। প্রযুক্তি থেকে দূরে সরে থাকার সুযোগ নেই। তাই প্রযুক্তির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচিত করতে হবে। তবে খেলায় রাখতে হবে যাতে ইন্টারনেটের কারণে কোনো অনৈতিক অভ্যাস তৈরি না হয়। ইন্টারনেট আসক্তি রোধে বিশেষজ্ঞরা অভিভাবকদের যেসব বিষয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, তা হল— সন্তানের সঙ্গে ইন্টারনেটের ভালো-খারাপ দিক নিয়ে আলোচনা করা, কম্পিউটার খোলামেলা স্থানে রাখা, সন্তানের সঙ্গে ইন্টারনেটে বিভিন্ন বিষয় একসঙ্গে কাজ করা। পাশাপাশি প্রকৃতির সঙ্গে তাদের পরিচিত করতে হবে এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে সারাদিন ইন্টারনেটে পড়ে না থাকে।

এছাড়া তাদের পরামর্শ- প্রযুক্তির কল্যাণে অনলাইন পেরেট্রয়ের বিভিন্ন সফটওয়্যার ও কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। এর মাধ্যমে আপনার সন্তান অনলাইনে কি কি করছে, তা দেখে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে উইন্ডোজের প্যারেনটাল কন্ট্রোল, ইন্টারনেট কন্ট্রোল, ব্রাউজার ফর কিডস ব্যবহার করতে পারেন। উইন্ডোজ প্যারেনটাল কন্ট্রোলের মাধ্যমে আপনার সন্তান কখন ও কতক্ষণ কম্পিউটার ব্যবহার করবে, কোন কোন ওয়েবসাইটে যেতে পারবে, কোন কোন গেমস খেলতে পারবে, কোন কোন প্রোগ্রাম চালাতে পারবে তা নির্ধারণ করে দিতে পারবেন। ব্রাউজার সেটিংয়ের মাধ্যমে আপনি ইচ্ছা করলে সন্তান কি কি সাইট দেখতে পারবে তা ঠিক করে দিতে পারেন। এছাড়া ব্রাউজারের ইন্সটি, ব্যান এবং ব্লক দেখে আপনি সন্তানের ইন্টারনেট পরিচালনার ব্যাপারে অবগত হতে পারেন। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ— কোনোভাবেই সন্তানের ওপর অহেতুক নজরদারি করা উচিত হবে না। তার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সম্মান করতে হবে। এতে করে পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো থাকবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের আবাসিক শিক্ষক মো. ওমর ফারুক বলেন, বিশ্বের সঙ্গে ভাল মিলিয়ে চলতে গেলে শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট থেকে দূরে রাখা যাবে না। তবে যাতে এর অপব্যবহার না হয় সেদিকে খেলায় রাখতে হবে। আসক্তি রোধে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরিচর্যা ও নির্দেশনা দিতে হবে। পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপরেও গুরুত্ব দিতে হবে।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কি পরিমাণ শিক্ষার্থী ইন্টারনেট ব্যবহার করছে, তারা কেমন ফল করেছে তা নিয়ে গবেষণা করলে এ বিষয়ে ধারণা পাওয়া যাবে। যেহেতু প্রযুক্তির মাধ্যমে হয় সময়ে সহজেই অনেক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে, তাই প্রযুক্তিকে নিরুৎসাহিত করা যাবে না। তবে অপব্যবহার হলে সেই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। একই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিনও এ বিষয়ে গবেষণার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।